দর্শনায় ২টি রাস্তা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

দর্শনার আকন্দবাড়িয়া ও রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে ২টি রাস্তা নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) বাস্তবায়নে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টার মধ্যে এ উদ্বোধন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য রুহুল আমিন আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকৃত সড়ক দুটি হলো দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া আবাসন প্রকল্প থেকে শৈলমারী বিলের ধার পর্যন্ত ১ হাজার ২৫০ মিটার এবং আকন্দবাড়িয়া থেকে রাঙ্গিয়ারপোতা সড়কের ৭৫০ মিটার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমপি রুহুল আমিন বলেন, “আমি এমপি হওয়ার পর প্রথমবার দর্শনায় রাস্তার কাজের উদ্বোধন করলাম। আমার নির্বাচনী এলাকার একটি রাস্তাও কাঁচা থাকবে না এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে যাচ্ছি। জনগণের উন্নয়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।” তিনি আরও বলেন, কোনো ধরনের অনিয়ম বা কাজে গাফিলতি সহ্য করা হবে না।

তিনি উল্লেখ করেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসন একটি কৃষিপ্রধান এলাকা। এ অঞ্চলের সড়ক, সেতু ও কালভার্ট উন্নয়ন হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে এবং কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাত করতে পারবেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা এলজিইডির প্রকৌশলী আখতার হোসেন, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, দর্শনা পৌর আমির সাহিকুল ইসলাম অপু, রফিকুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, মতিয়ার রহমান, আক্কাছ আলীসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ড্রেন-রাস্তার চরম দুর্ভোগ, স্থানীয়দের উদ্যোগে সংস্কার শুরু

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ড্রেন ও ভাঙাচোরা রাস্তার কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পৌরসভার কার্যকর উদ্যোগ না থাকায় শেষ পর্যন্ত নিজ উদ্যোগেই ড্রেন পরিষ্কার ও রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করেছেন এলাকাবাসী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বছরের পর বছর ধরে ওই এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থার বেহাল দশা বিরাজ করছে। সামান্য বৃষ্টিতেই ড্রেনের পানি উপচে রাস্তায় উঠে আসে এবং অনেক সময় বাসাবাড়ির ভেতরেও ঢুকে পড়ে। এতে পুরো এলাকা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।

এ অবস্থায় স্থানীয়দের সম্মিলিত উদ্যোগে প্রায় ৪০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে ড্রেন পরিষ্কার ও আংশিক রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। সোমবার (৫ এপ্রিল) সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ড্রেনের ঢাকনা খুলে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করা হচ্ছে, যাতে পানি চলাচল স্বাভাবিক থাকে। পাশাপাশি কাঁচা ও ভাঙা রাস্তাগুলো সংস্কারের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে এক স্থানীয় বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “আমরা পৌরসভা থেকে কোনো ধরনের নাগরিক সুবিধা পাই না। বৃষ্টি হলেই ড্রেনের পানি ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে, তখন দুর্ভোগ চরমে পৌঁছে যায়। বাধ্য হয়ে নিজেরাই কাজ শুরু করেছি।”

স্থানীয়দের অভিযোগ, নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ, ড্রেন সংস্কার, রাস্তা উন্নয়ন কিংবা জলাবদ্ধতা নিরসনে পৌরসভার কার্যকর কোনো উদ্যোগ দীর্ঘদিন দেখা যায়নি। ফলে দিন দিন স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে।

এলাকাবাসী দ্রুত আলমডাঙ্গা পৌর প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেন, একটি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা হিসেবে নাগরিকদের মৌলিক সেবা

নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। তারা উন্নত ও টেকসই সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা, নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত সড়ক বাতি এবং জনস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার দাবি জানান।

স্থানীয়দের আশঙ্কা, দ্রুত স্থায়ীভাবে ড্রেন ও রাস্তার উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন না হলে আসন্ন বর্ষা মৌসুমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপই এখন এলাকাবাসীর একমাত্র প্রত্যাশা।

দর্শনায় যুবসমাজের উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার

দর্শনায় আজমপুর যুব সমাজ ওয়াজ পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে ২ টি রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে আজমপুর ৩ নং ওয়ার্ডের ২ টি রাস্তা সংস্কার করা হয়।

আজমপুর যুব সমাজ ওয়াজ পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মোঃ মাহাবুব আলাম বলেন, আজমপুর ৩ নং ওয়ার্ড অনেক অবহেলিত। দীর্ঘদিন ধরে এ ওয়ার্ডের ২ টি রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। সাধারণ মানুষের চলাচলে চরম ভোগান্তি হচ্ছে। এজন্য আমাদের উদ্যোগে ২ টি রাস্তা সংস্কার করেছি আমাদের সাধ্য মতো। আমরা দর্শনা পৌরসভার পৌর প্রশাসকের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেছি দ্রুত রাস্তা সংস্কার করার জন্য অনুরোধ করেছি।

সাধারণ মানুষেরা বলছেন, আমাদের ওয়ার্ডের রাস্তা ২ টি চলাচলের উপযোগী ছিল না। অনেক দিন ধরে এ সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। আজ যুবসমাজের উদ্যোগে ২ টি রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষ চাই আমাদের এলাকার রাস্তাগুলো উন্নত হোক।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, আজমপুর যুব সমাজ ওয়াজ পরিচালনা কমিটির

সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনির, আবু বক্কর, আবু সালেহ, হাসিবুল ইসলাম মন্টু, আব্দুল কাইযুম, আবুল কালাম, ফারুক হোসেন, সোহাগ, রাজু, রানা সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

এবারের নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক’শ বছরের গতি পরিবর্তনের নির্বাচন

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, চব্বিশ পরবর্তী সময়ে ঘুষ কল্পনা করা যাবে না। সরকারি কর্মকর্তারা ঘুষ খেতে চাইলে, চাকুরী না করে থালা হাতে রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষা করুন। এবারের নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক’শ বছরের গতি পরিবর্তনের নির্বাচন। গত তিনটা নির্বাচনে এদেশের তরুণ যুবক ভোটাররা ভোট দিতে পারেনি। এবারের নির্বাচনে ভোটারদের নির্বিঘ্নে নিরাপত্তার সাথে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুরে নবযোগদানকৃত জেলা প্রশাসক ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শ্রেনী পেশার লোকজন ও সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

গাংনী উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এই মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।

প্রধান অতিথি ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির আরও বলেন, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনে জোর জবরদস্তি, কারুচুপি, বিভিন্ন মাধ্যমে মানুষকে মিসগাইড করে, বাঁধা বা শক্তি প্রয়োগ করতে চাইলে সেটা রুখে দেওয়া হবে। সেই সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না। নির্বাচনের দায়িত্বে আমরা যারা থাকবো তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, একটা সুষ্ঠ নির্বাচন করার জন্য।

মিথ্যা গুজব থেকে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে ডিসি সৈয়দ এনামুল কবির আরও বলেন, গুজব, অপতথ্য এবং ভুল তথ্য ছড়িয়ে সমাজকে

পিঁড়া দিচ্ছে। সমাজে তিন ধরণের তথ্য আছে, মিস ইনফোরমেশন, ডিসইনফোরমেশন ও ব্যাড ইনফোরমেশন। এই তিনটা তথ্যের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। অপতথ্য বা গুজবের কোনো ভিত্তি নেই। এটার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে বিভ্রান্ত করা, ক্ষতি করা। ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া এবং ব্যাড ইনফোরমেশন হলো সঠিক তথ্য থাকলেও উদ্দেশ্য ক্ষতি করা। এই তিনটা তথ্যই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই তথ্য যাচাই-বাছাই না করা পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো তথ্য শেয়ার না দেওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানান তিনি।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ইলেকশন কমিশন এই কাজগুলো বা ইনফরমেশনগুলো ছড়াচ্ছে তাদের চিহ্নিত করার জন্য কাজ শুরু করেছেন। যারা এসব মিথ্যা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের বিষয়ে সঠিক এবং সত্য তথ্যটা তুলে ধরতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

এছাড়া গাংনীর বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ, মাদক নিয়ে কাজ করার জন্য সমাজের সকলের সহযোগীতা চান তিনি। তিনি বলেন, মেহেরপুর জেলায় সারের কোনো ঘাটতি নেই। জেলার কৃষি জমিগুলো তিন ফসলি হওয়ায়, কৃষকরা তাদের জমিতে মাত্রাতিরিক্তি সার প্রয়োগ ও সিস্টেমের সমস্যার কারণে সার সংকট হয়েছে বলে মনে করছেন।

জেলার কৃষক ও কৃষির কথা বিবেচনা করে অতিরিক্ত ২ হাজার মেট্রিকটন সারের চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ৪’শ মেট্রিকটন টিএসপি ও ৪’শ মেট্রিকটন ডিএপি সার অতিরিক্ত বরাদ্দ দিয়েছে।

মাদকের হটস্পটগুলোতে অভিযান চালানো শুরু হয়েছে উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক বলেন, মাদক কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য না। মাদক নিমুর্লে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মাদকের হটস্পট চিহ্নিত করে যারা যারা মাদকের সাথে জড়িত তাদের আইনের আওতায় আনতে জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও মিডিয়া কর্মীদের একসাথে ঐক্যবদ্ধভাবে টিমওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

জেলা প্রশাসক বলেন, সরকারি কর্মকর্তারা কিছুদিনের জন্য আপনাদের এলাকায় সেবা দিতে আসেন। সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এলাকার কাজগুলো আদায় করে নিতে হবে। শুধু নাগরিক সেবা নিলেই হবেনা। সাথে সাথে একজন সুনাগরিকের দায়িত্বও পালন করতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে জেলা প্রশাসক বলেন, সড়ক নিরাপত্তা কমিটির মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন বিহীন মোটরসাইকেল ধরতে হবে। এসব অবৈধভাবে রেজিস্ট্রেশনবিহীন গাড়িগুলোকে আইনের আওতায় আনতে হবে। এছাড়া অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। অভিভাবকদের হস্তক্ষেপ ছাড়া সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব নয়।

এছাড়া বাল্যবিবাহ প্রতিরোধেও উপজেলা প্রশাসনকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও সচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের নিদের্শ দেন তিনি। যে কোনো সমস্যা সমাধানে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

বর্তমান সময়ে কৃষকের সার সংকট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, মাদক ও বাল্য বিবাহসহ গাংনী উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়নকল্পে সরকারের বরাদ্দের সুষম বন্টনের অনুরোধ জানান গাংনীর সুধিজনেরা।

এসময় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহ্বায়ক সামসুল আলম সোনা, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, উপজেলা জামায়াতের আমীর ডাক্তার রবিউল ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল আজিজ, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, উপজেলা জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, জাতীয় যুব শক্তির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সমন্বয়ক মুজাহিদুল ইসলাম, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মু, আলম হুসাইন, গাংনী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও সিএফএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আল হেলাল, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জুলফিকার আলী কানন, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, সিনিয়র সাংবাদিক ফারুক হোসেন, মুন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফারুক হোসেন, উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন।

এসময় সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রধানগণ, এনজিও প্রতিনিধি, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী,

ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে জেলা প্রশাসক ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবীর গাংনীতে পৌঁছালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।

শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধ; একটি পরিবারের রাস্তা বন্ধ করেছে প্রতিপক্ষরা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় প্রকাশ্যে সন্ত্রাসী কায়দায় চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে এক পরিবারকে অবরুদ্ধ করে রাখার অভিযোগ উঠেছে মানিক নামে স্থানীয় এক প্রভাবশালী চক্রান্তকারীর বিরুদ্ধে।

জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে লোহার তারের বেড়া পুঁতে পরিবারের একমাত্র বের হওয়ার পথই দখল করে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মাহমুদা খাতুন শৈলকুপা থানা ও স্থানীয় সেনা ক্যাম্পে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকালে উপজেলার ছোট মৌকুড়ী গ্রামে ভাদু মন্ডলের ছেলে মানিক দলবলসহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মাহমুদা খাতুনের বসতবাড়ির প্রধান চলাচলের পথে পিলার পুঁতে লোহার তারের বেড়া দিয়ে চলাচলে বাধা সৃষ্টি করেন। এতে পরিবারটি কার্যত গৃহবন্দী হয়ে পড়েছে।

মাহমুদা খাতুন অভিযোগ করে বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। গ্রামের সালিশও হয়েছিল, কিন্তু মানিক তা মানেনি। নতুন করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে মীমাংসার উদ্যোগ চলছিল। তার আগেই আমাদের ভোগদখলকৃত জায়গা ঘিরে ফেলে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। বাধা দিতে গেলে অকথ্য গালিগালাজ, মারধর এমনকি প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছে।’

ভুক্তভোগী পরিবারটি অভিযোগ করেছে, চলাচলের রাস্তা বন্ধ থাকায়

তাদের নিত্যকার কাজকর্ম, স্কুল-কলেজে যাতায়াত, চিকিৎসা সবকিছুই চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ ঘটনায় দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও সুষ্ঠু বিচার চেয়েছেন তারা।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত মানিকের সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুম খান জানান, ‘জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে রাস্তা বন্ধ করে পরিবার অবরুদ্ধের অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঝিনাইদহের পোতাহাটী গ্রামের রাস্তার বেহাল দশা, জন দূর্ভোগ চরমে

ঝিনাইদহ সদরের ১নং সাধুহাটী ইউনিয়নের পোতাহাটী গ্রামের রাস্তার বেহাল অবস্থা। রাস্তায় খানখন্দে ভরা, প্রতিদিন ঝুকি নিয়ে চলছে কৃষি পণ্য বোঝায় ট্রলি ট্রাক্টর।

ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের কোল ঘেষে ডাকবাংলা বাজার ও সাধুহাটী বাসস্ট্যান্ডে মাঝে মহাসড়কের উত্তর দিকঘেষে গ্রামটির অবস্থান। গ্রামে রয়েছে একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজ আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজ, পাশে বৃহত্তম সাধুহাটী কৃষি বীজ উৎপাদন খামার।

তাছাড়া গ্রামের কোলঘেষে রয়েছে ঝিনাইদহ জেলার বৃহত্তম কৃষি বাজার, ডাকবাংলা বাজার ও চাল উৎপাদন জন্য বিখ্যাত ত্রীমহোনী বাজার। গ্রামটি অবস্থানের দিক থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হলেও দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাগুলোর পাকাকরণ, সংস্কার বা উন্নয়ন কিছুই হয়নি।

গ্রামে ৪ হাজারের অধিক লোকের বসবাস, তাছাড়া এই গ্রামের উপর দিয়ে

প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী দৌলতপুর ইউনিয়নসহ হরিণাকুণ্ডু উপজেলার হাজার হাজার মানুষ ডাকবাংলা বাজরে পণ্য পরিবহন ও যাতায়াত করে। গ্রামের পূর্ব পশ্চিম ও মধ্যপাড়া মিলে প্রায় ৪কি.মি এর অধিক আধাঁপাকা ও কাঁচা রাস্তা রয়েছে। ২০০৬সালে তৎকালীন বিএনপির সরকারে সময়ে ঝিনাইদহ-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মরহুম আলহাজ্ব মশিউর রহমান গ্রামের ২কি.মি রাস্তা পাকা করেছিলেন। তারপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসারপর দীর্ঘদিন গ্রামটি চরম বৈষম্যের শিকার হয়েছে।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদের বরাদ্দ থেকে কিছু অংশে মাটি ও ম্যাকাডামের কাজ করেছে। তারপর দীর্ঘসময় পার হয়ে যাওয়ায় রাস্তাগুলো নষ্ট হয়ে খানাখন্দে পরিনত হয়েছে। এবিষয়ে গ্রামের গৃহবধু, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কৃষক, চাকুরীজীবী, সাংবাদিকসহ সকলেই ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছে।

এ বিষয়ে সাধুহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দীন বলেন পোতাহাটী গ্রামের রাস্তাগুলোর অবস্থা আসলেই বেহালদশা ইউনিয়নের সক্ষমতা নেই এই রাস্তা গুলো করার, আমি স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান ছিলাম বলে আমার সাথে সম্পর্ক ভাল না থাকায় স্থানীয় এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি পক্ষপাতিত্ব করে আমার ইউনিয়নে উন্নয়ন কাজের বরাদ্দ দেয়নি এবং কোন রাস্তা ঘাট করেনি। এই গ্রামের রাস্তাগুলো পাকা করা অত্যান্ত জরুরী।

ঝিনাইদহের সুনামধন্য সাংবাদিক ও জজ আদালতের এপিপি ওই গ্রামের কৃতিসন্তান আলা উদ্দীন আজাদ বলেন জন্মের পর থেকেই দেখছি গ্রামের পোতাহাটী নাম করণের স্বার্থকতা রয়েছে কারণ বর্ষা মৌসূম এলেই গ্রামটি পানিতে তলিয়ে বা পুতে যায়, এই গ্রামের কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবিসহ অনেক সুনামধন্য লোকের বসবাস কিন্তু গ্রামটি অত্যন্ত অবহেলিত।

গ্রামে কোন পাকারাস্তা নেই, যা একটু ছিল দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে তাও ভেঙ্গেচুরে খানাকন্দে পরিনত হয়েছে। বর্ষার সময় মানুষ বের হতে পারেনা গ্রামের প্রসূতী মা ভগ্নিরা প্রয়োজনমত এ্যম্বুলেন্স ও চিকিৎসা সেবার অভাবে প্রতিনিয়ত দুভোর্গের শিকার হচ্ছে। কোন গাড়ি ঘোড়া গ্রামে আসতে চাইনা।

তাছাড়া কৃষি পণ্য পরিবহনেও কৃষকরা পড়ে মহা বিপদে। এবিষয়ে (অবঃ) সহকারী অধ্যাপক আব্দুল কাদেরসহ বেশ কয়েকজন কৃষক ও গৃহীনিদের সঙ্গে কথা বললে তারা গ্রামের রাস্তা নিয়ে একবুক কষ্টের কথা

জানান। তারা বলেন দীর্ঘ ১৫ বছর আওয়ামী লীগের আমলে আমরা বৈষম্যের শিকার হয়েছি, এখন দেশ থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়েছে আমরা আর বৈষম্য চাইনা। বৈষম্যহীন বাংলাদেশে বৈষম্য দূর করে গ্রামের রাস্তাগুলোর দ্রুত সংস্কার এবং নতুন রাস্তা নির্মাণ করার দাবি জানান তারা।

এই বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ বলেন, সাধুহাটী ইউনিয়নের পোতাহাটী গ্রামের তিনটি রাস্তার মধ্যে একটি রাস্তার আইডি ছিলনা ২০২৪ সালের গেজেটে সেটা তালিকা ভূক্ত হয়েছে। তাছাড়া বাকি দুটি রাস্তার মধ্যে একটি রাস্তা যশোর অঞ্চল গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (ডিপিপি) তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, অনুমোদন পেলেই কাজ শুরু হবে। বাকি দুইটি রাস্তার কাজ নতুন পকল্পের মাধ্যমে পাঁকা করা হবে।

সরকারী রাস্তার মেহগনি গাছ কেটে নিয়ে গেল দুর্বৃত্তরা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (খএঊউ)’র আওতাধীন সরকারী রাস্তার পাশের গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে। গত শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৫ নং কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের ধোপাবিলা বারো কুদালিয়া গ্রামের রাস্তার পাশ থেকে এই গাছ কাটা হয়েছে বলে জানা যায়।

এই গাছ কাটার অভিযোগ ওই একই গ্রামের , মোঃ ছানার মন্ডলের ছেলে লিটন বিরুদ্ধে। স্থানীয়রা জানান, সরকারী রাস্তার গাছ লিটন অবৈধভাবে কেটে নিচ্ছেন, তার ভয়ে কেই তাকে প্রতিবাদ করার শাহস পাচ্ছেনা। তারা আরও বলেন গাছ গুলো কেটে ফেললে সরকারের ক্ষতি হবে পাশাপাশি পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। স্থানীয় জনগন নিরাপত্তা এবং সুশিতল ছায়া ও পরিবেশ রক্ষার সার্থে গাছ গুলো রক্ষার দাবী জানান তারা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, গত দুই দিন ধরে ১৩ ও ১৪ ই ডিসেম্বর, রাস্তার পাশের প্রায় ৩০ টা গাছ কাটা হয়েছে। গাছ কেটে শেষে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তারা সন্দেহ করছেন যে

এর পেছনে কোনো অবৈধ উদ্দেশ্য রয়েছে। উপজেলা প্রশাসনকে জানালে তারা গাছগুলো এলজিইডি’র বলে জানান এবং তারা এব্যপারে পদক্ষেপ নিবে বলে আশা করেন।

এই গাছ কাটার ব্যাপারে তাদের নিকট থেকে কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন। এই বিষয়ে, এলজিইডি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা বিষয়টি দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। এব্যাপারে ভিকটিম লিটন জানান গাছ গুলো আমাদের লাগানো এখন বড় হয়েগেছে তাই কেটে নিচ্ছি।

মেহেরপুরে রাস্তা ও ড্রেনের কাজের উদ্বোধন করলেন পৌর মেয়র

মেহেরপুরের ৩ নাম্বার ওয়ার্ড তাঁতি পাড়াই ৫০ লক্ষ টাকার রাস্তা ও ড্রেনের কাজের উদ্বোধন করেছেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

শনিবার (১৩ জুলাই) বিকেলে পৌর এলাকার ৩ নং ওয়ার্ডে দোয়া মোনাজাতের মাধ্যমে তাঁতি পাড়ার মোড় থেকে হান্নান মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত এই নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সৈয়দ মোঃ বাপ্পী, ৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আব্দুর রহিম, পৌর যুবলীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান সুইট, জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুর রহমান সাজু, ইউনুস আলী, যুবলীগ নেতা সবুজ, জেলা জাতীয় পার্টির সহ-সভাপতি হামিদুল ইসলাম, জেলা জাতীয় পার্টির সহসম্পাদক মোঃ সুমন পারভেজ, ছাত্র নেতা রায়হান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান জানায়, মেহেরপুরের পৌর এলাকার ৩ নাম্বার ওয়ার্ডে তাঁতি পাড়াই ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ করা হবে।

মেহেরপুরে রাস্তা ও ড্রেনের কাজের উদ্বোধন করলেন পৌর মেয়র

মেহেরপুরের ৮ নাম্বার ওয়ার্ড হোটেল বাজার পাড়াই ৩৩ লক্ষ টাকার রাস্তা ও ড্রেনের কাজের উদ্বোধন করেছেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

বুধবার (৩ জুলাই) বিকেলে পৌর এলাকার ৮ নং ওয়ার্ডে দোয়া মোনাজাতের মাধ্যমে এই নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সৈয়দ মঞ্জুরুল কবির (রিপন), ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের মহিলা কাউন্সিলর মোছাঃ রোকসানা কামাল রুনু, পৌর যুবলীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান সুইট, মোঃ শাহজাহান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান জানায়, মেহেরপুরের পৌর এলাকার ৮ নাম্বার ওয়ার্ডে হোটেল বাজার পাড়ায় ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ করা হবে।

আলমডাঙ্গার রাস্তাতে গাইড ওয়াল না থাকায় ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা

আলমডাঙ্গার কালিদাসপুরে রাস্তার পাশে গাইড ওয়াল না থাকায় সদ্য নির্মিত রাস্তা ভেঙে নেমে যাচ্ছে পুকুরে । নির্মিত রাস্তা সংরক্ষণের জন্য গাইড ওয়াল নির্মাণ জরুরী হয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের দাবী রাস্তা নির্মাণের আগেই পুকুরের ধারে গাইড ওয়াল নির্মাণ করা হোক।

মাঝে মিশ্র প্রতিক্রীয়া দেখা দিয়েছে। এদিকে আজ বুধবার সদ্য নির্মিত এ রাস্তা পরিদর্শন করেন উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডির) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তরুণ জোয়ার্দ্দার।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর দক্ষিণপাড়ায় প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যায়ে আরডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩’শ মিটার রাস্তার কাজ চলমান। ইতোমধ্যে রাস্তার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। কালিদাসপুর ইউনিয়ন শহর কেন্দ্রীক হলেও দীর্ঘদিন ধরে এ রাস্তার উন্নয়নের কাজ হয়নি। সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দীর্ঘদিন পর এই রাস্তাটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। গত ১ মাস পূর্বে মুসল ধারার বৃষ্টিতে সদ্য নির্মিত রাস্তাটি ভেঙে পাশেই অবস্থিত পুকুরে চলে গেছে। এ রুপ ঘটনায় এলাকাবাসী রাস্তাটি দীর্ঘ মেয়াদি টেকসই ভাবে নির্মাণ সহ গাইড ওয়াল নির্মাণের দাবি করেন। এমন ঘটনায় বুধবার সকালে উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী তরুণ জোয়ার্দ্দার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী আহসান উল্লাহ। তিনি জানান, সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন এমপির প্রচেষ্টায় রাস্তার কাজ হচ্ছে। তবে গাইড ওয়াল বরাদ্দ না থাকায় নির্মাণ করা হয়নি। টেকসই সড়ক নির্মানের জন্য গাইডওয়াল একান্ত প্রয়োজন, এজন্য উপজেলা প্রকৌশলী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।